অনলাইন কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও প্রতারণার প্রতিকার পেতে করণীয়

Digital Literacy Center

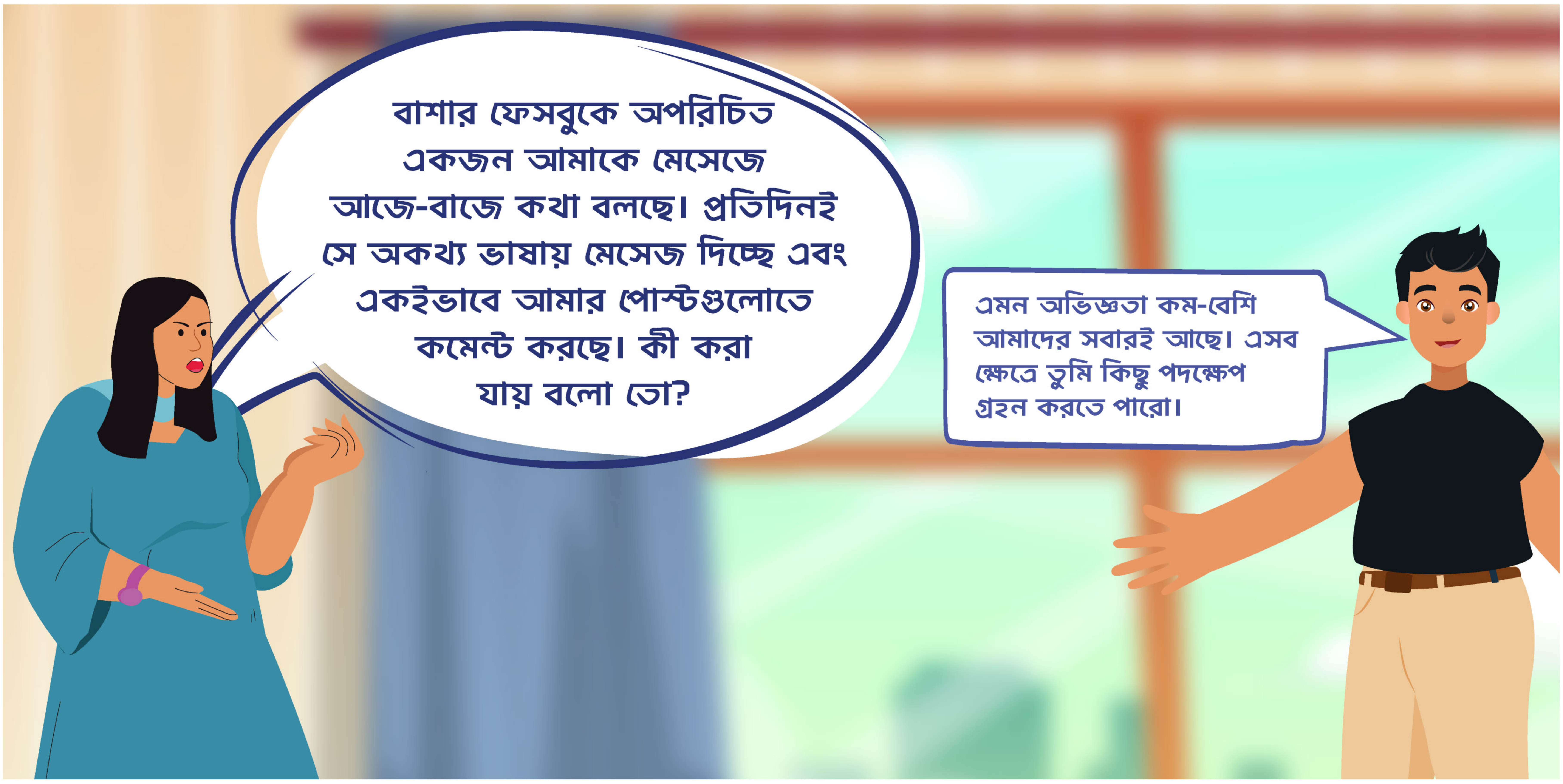
বাশার ফেসবুকে অপরিচিত একজন আমাকে মেসেজে আজে-বাজে কথা বলছে। প্রতিদিনই সে অকথ্য ভাষায় মেসেজ দিচ্ছে এবং একইভাবে আমার পোস্টগুলোতে কমেন্ট করছে। কী করা যায় বলো তো?
এমন অভিজ্ঞতা কম-বেশি আমাদের সবারই আছে। এসব ক্ষেত্রে তুমি কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারো।

কী ধরনের পদক্ষেপ?
শোনো, অনলাইনে তুমি যখনই কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখনই ঘনিষ্ঠ কাউকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবে।
এমন কাউকে বলবে যে তোমাকে বুঝবে, পরিস্থিতি বুঝবে এবং সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।
তারপর অনলাইন মাধ্যমে তোমার সাথে অন্য কেউ অসদাচরণ করলে সেটির যথাযথ স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে।
তোমার সাথে যে বা যারা অসদাচরণ করেছে, অনতিবিলম্বে তাদের ব্লক করে দিবে। তারা যাতে তোমার সাথে কোনো ভাবে যোগাযোগ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিবে।

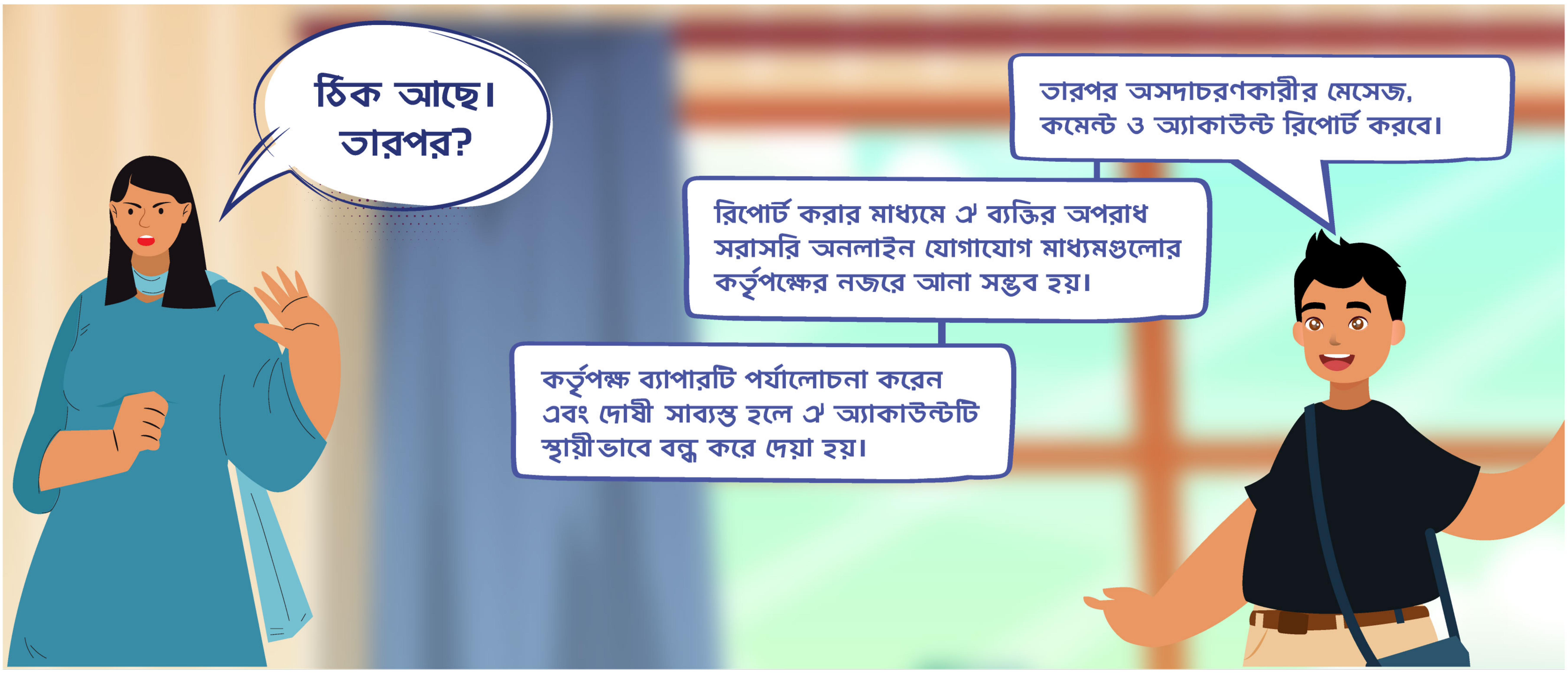
ঠিক আছে। তারপর?
তারপর অসদাচরণকারীর মেসেজ, কমেন্ট ও অ্যাকাউন্ট রিপোর্ট করবে।
রিপোর্ট করার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির অপরাধ সরাসরি অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সম্ভব হয়।
কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি পর্যালোচনা করেন এবং দোষী সাব্যস্ত হলে ঐ অ্যাকাউন্টটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়।

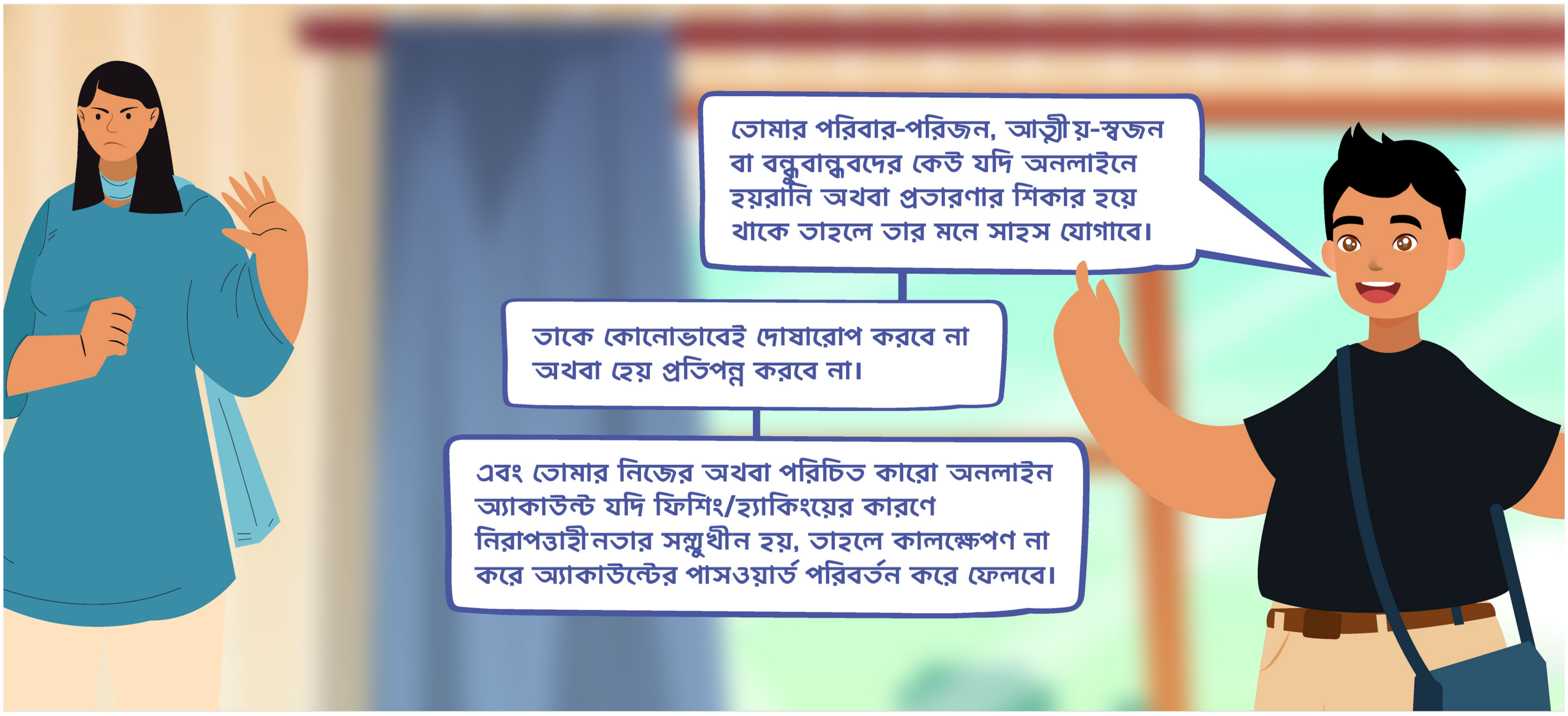
তোমার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের কেউ যদি অনলাইনে হয়রানি অথবা প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে তাহলে তার মনে সাহস যোগাবে।
তাকে কোনোভাবেই দোষারোপ করবে না অথবা হেয় প্রতিপন্ন করবে না।
এবং তোমার নিজের অথবা পরিচিত কারো অনলাইন অ্যাকাউন্ট যদি ফিশিং/হ্যাকিংয়ের কারণে নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়, তাহলে কালক্ষেপণ না করে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে ফেলবে।

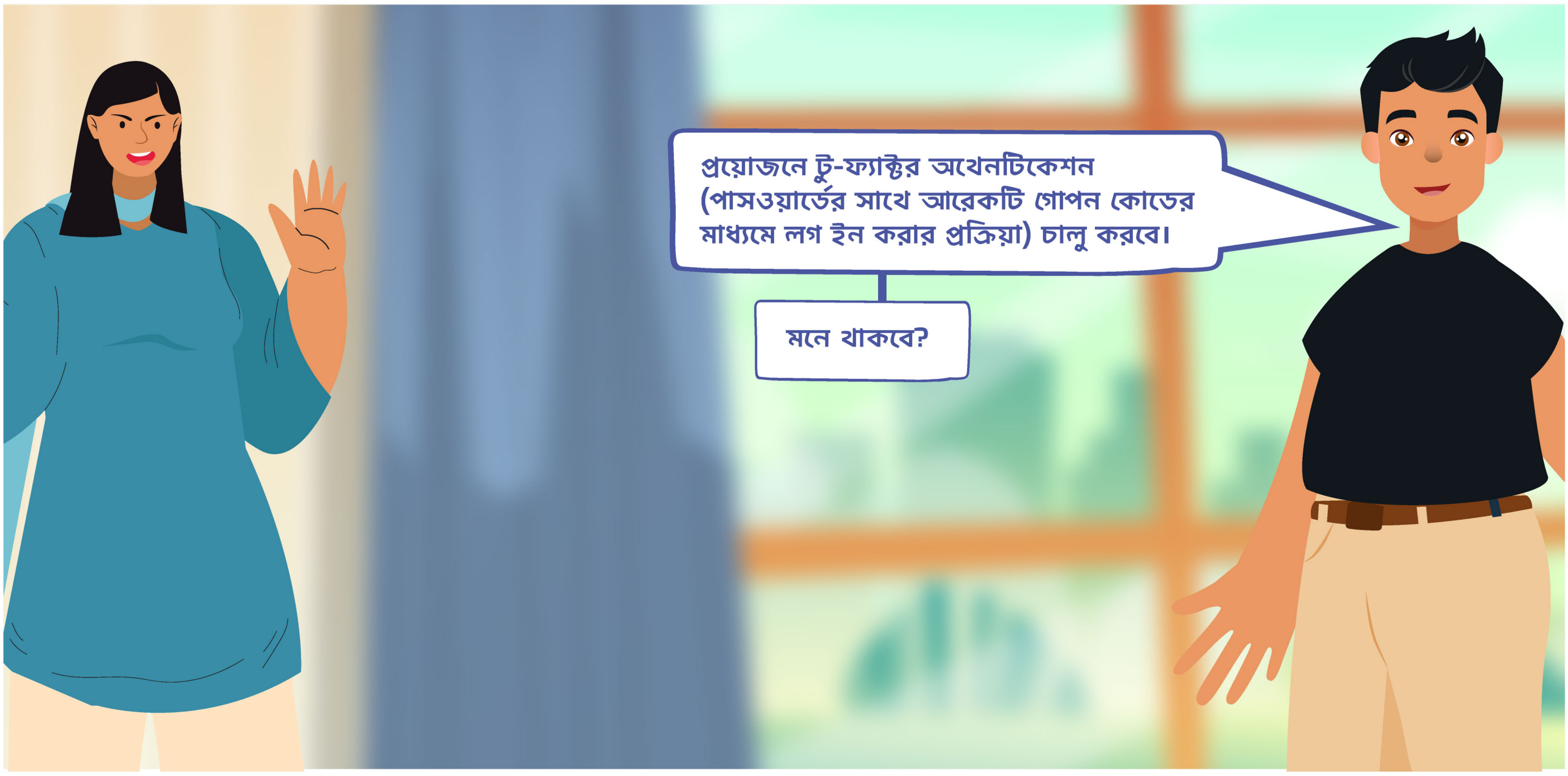
প্রয়োজনে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (পাসওয়ার্ডের সাথে আরেকটি গোপন কোডের মাধ্যমে লগ ইন করার প্রক্রিয়া) চালু করবে।
মনে থাকবে?

থাকবে। তারপর?
তারপর অনলাইনে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ভিক্টিমের আশেপাশের মানুষ যারা ব্যাপারটি জানে, তারা ভিক্টিমকে আইনের আশ্রয় পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
নারীদের বিরুদ্ধে অনলাইন সহিংসতা রোধের জন্য পুলিশের ফেইসবুক পেইজ ‘Police Cyber Support for Women PCSW’ (লিঙ্ক https://www.facebook.com/PCSW.PHQ) চালু রয়েছে।
এছাড়াও সাইবার ক্রাইম নিয়ে কাজ করছে ডিএমপি-র কাউন্টার টেরোরিজম ডিভিশনের ‘সাইবার ক্রাইম ইউনিট’।
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হয়রানি ও প্রতারণার ব্যাপারে অভিযোগ জানালে তারা দ্রুততম সময়ে এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খুব ভালো একটি বিষয় জানতে পারলাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।